সংবাদ

তারিখ : 01 JUN 2015
পৃষ্ঠা : ১ কলাম : ৫

এসএসসির ফল

বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের শিক্ষার্থীদের ফল ভালো

- পাসের হার সমান তবে জিপিএ-৫ পিছিয়ে গ্রামের স্কুল
- ছিটকে পড়েছে বিতর্কিত ও বাণিজ্যনির্ভর প্রতিষ্ঠান

রাকিব উদ্দিন

এবারের এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগের চেয়ে খারাপ ফল করেছে মানবিক বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা। ৮ বোর্ডেই মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থীরা তুলনামূলকভাবে খারাপ ফল করেছে। তবে জিপিএ-৫ (গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ) প্রাপ্তিতে শহরকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা এগিয়ে রয়েছে। এক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে গ্রামাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা। এবার সবচেয়ে বেশি জিপিএ-৫ পেয়েছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে ৩৬ হাজার ৮০১ জন শিক্ষার্থী।

শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের শিক্ষার্থীদের ভালো ফলের মূল কারণ হলো কোচিং ও প্রাইভেট টিউশনের পেছনে অঢেল অর্থ ব্যয়, যা গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের পক্ষে বহন করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। এছাড়া গণিত, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষায় ভালোমানের শিক্ষকের স্বল্পতায় গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা জিপিএ-৫ প্রাপ্তিতেও পিছিয়ে রয়েছে।

মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এবার বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে মিনহাজুর রহমান নিলয়। সে জানায়, তাকে নিয়মিত দুজন শ্রেণী শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট ও দুটি কোচিং সেন্টারে পড়তে হয়েছে।

এবার ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ৯৩ হাজার ৬৩১ জন শিক্ষার্থী, যার মধ্যে সর্বোচ্চ ৩৬ হাজার ৮০১ জন ঢাকা বোর্ডের। অন্যান্য বোর্ডেও জিপিএ-৫ বেশি পেয়েছে শহরকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। তবে গড় পাসের হারে গ্রাম ও শহরের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য প্রায় নেই বললেই চলে।

ছিটকে পড়েছে বিতর্কিত ও বাণিজ্যনির্ভর প্রতিষ্ঠান

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নানামুখী নজরদারির কারণে শিক্ষা বোর্ডগুলোর সেরা তালিকা থেকে ছিটকে পড়েছে বিতর্কিত ও বাণিজ্যনির্ভর স্কুলগুলো। এসব প্রতিষ্ঠান প্রতিবারই বিভিন্ন স্তরে অনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বোর্ডের সেরা তালিকায় নিজেদের নাম ভাগিয়ে নিত, যা শিক্ষামন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন।

এছাড়া তথাকথিত বিশেষায়িত স্কুলগুলো বোর্ডের সেরা তালিকায় নিজেদের অবস্থান নিশ্চিত করতে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের ওপর রীতিমতো 'স্টিম রুলিং' বা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালায়। অমানবিক এই প্রতিযোগিতায় ঠিকে থাকতে বাচ্চাদের পেছনে দিনরাত অবিরাম দৌড়াতে হয় অভিভাবকদের। কোচিং সেন্টারের পেছনে ব্যয় করতে হয় কাঁড়ি কাঁড়ি

বিজ্ঞান ও : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

বিজ্ঞান ও : বাণিজ্যের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

টাকা। এসএসসির ফল প্রকাশের দিন শনিবার সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'আমরা সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরি করেছিলাম। আমরা মনে করেছিলাম এর ফলে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হবে। কিন্তু এই তালিকায় নাম নিশ্চিত করতে কেউ কেউ অনৈতিক পন্থা ব্যবহার করছে। এজন্য আগামীতে টপ টেন বা টপ টোয়েন্টি বলে আর কোন ব্যবস্থা থাকবে না।'

এসএসসি পরীক্ষার ফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, তথাকথিত ও নামিদামি অনেক স্কুলই এবার ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সেরা তালিকায় স্থান পায়নি। ক্যামব্রিয়ান, মাইলস্টোন, ন্যাশনাল আইডিয়াল, মিরপুর মণিপুর হাইস্কুলসহ এই ধরনের অনেক প্রতিষ্ঠানই বোর্ডের সেরা তালিকা থেকে বাদ পড়েছে।

পিছিয়ে পড়েছে মানবিকের শিক্ষার্থীরা

৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে এসএসসিতে এবার গড় পাসের হার ৮৬ দশমিক ৭২ শতাংশ। কিন্তু সবকটি বোর্ডেই বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীরা তুলনামূলকভাবে ভালো ফল অর্জন করেছে।

এর কারণ সম্পর্কে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ সংবাদকে বলেন, 'সাধারণত মেধাবী ছাত্রছাত্রীরাই বিজ্ঞানে পড়ে। আর বিশ্ব বাস্তবতায় কর্মসংস্থানের বিষয় চিন্তা করে কমার্সের (বাণিজ্য) প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়ছে। তাছাড়া বিজ্ঞান ও কমার্সের সাবজেক্টগুলোতে (বিষয়) নম্বরও বেশি ওঠে। অন্যদিকে সাধারণ শিক্ষার (মানবিক) বিষয়গুলোতে নম্বর কিছুটা কম ওঠে। বিশেষ করে অর্থনীতি, পৌরনীতি, ইতিহাস, সমাজ বিষয়ে খুব বেশি নম্বর পাওয়া যায় না।'

এসএসসির ফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এবার ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে বিজ্ঞানে গড় পাসের হার ৯৭ দশমিক ০৬ শতাংশ, ব্যবসায় শিক্ষায় ৮৮ দশমিক ৭৪ শতাংশ এবং মানবিক বিভাগে গড় পাসের হার মাত্র ৮০ দশমিক ৬৩ শতাংশ।

কুমিল্লা বোর্ডে বিজ্ঞানে গড় পাসের হার ৯৫ দশমিক ৭৮ শতাংশ, ব্যবসায় শিক্ষায় ৮৩ দশমিক ৫৩ শতাংশ এবং মানবিকে মাত্র ৭৪ দশমিক ৮৫ শতাংশ।

চট্টগ্রাম বোর্ডে বিজ্ঞানে গড় পাসের ৯৫ দশমিক ৬৭ শতাংশ, ব্যবসায় শিক্ষায় ৮২ দশমিক ৯৫ শতাংশ এবং মানবিকে মাত্র ৬৯ দশমিক ৮৩ শতাংশ।

দিনাজপুর বোর্ডে বিজ্ঞানে গড় পাসের হার ৯৪ দশমিক ৭৫ শতাংশ, ব্যবসায় শিক্ষায় ৮৬ দশমিক ৬১ শতাংশ এবং মানবিকে সর্বনিম্ন ৭৭ দশমিক ৩৭ শতাংশ।

রাজশাহী বোর্ডে এবার বিজ্ঞানে গড় পাসের হার ৯৮ দশমিক ৭৩ শতাংশ, ব্যবসায় শিক্ষায় ৯৫ দশমিক ১৫ শতাংশ এবং মানবিকে সর্বনিম্ন ৯১ দশমিক ৭৪ শতাংশ।

বরিশাল বোর্ডে বিজ্ঞানে গড় পাসের হার ৯৪ দশমিক ৫৮ শতাংশ, ব্যবসায় শিক্ষায় ৮৬ দশমিক ৭১ শতাংশ এবং মানবিকে সর্বনিম্ন ৭৫ দশমিক ৮৯ শতাংশ। সিলেট বোর্ডে বিজ্ঞানে গড় পাসের হার ৯৫ দশমিক ১২ শতাংশ, ব্যবসায় শিক্ষায় ৮৯ দশমিক ২৮ শতাংশ এবং মানবিকে সর্বনিম্ন ৭৬ দশমিক ৪৬ শতাংশ। যশোর শিক্ষা বোর্ডে এবার বিজ্ঞানে গড় পাসের হার ৯৫ দশমিক ৫৫ শতাংশ, ব্যবসায় শিক্ষায় ৮৮ দশমিক ১৬ শতাংশ এবং মানবিকে সর্বনিম্ন ৭৬ দশমিক ৬৮ শতাংশ।এ বিষয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর দিলারা হাফিজ সংবাদকে বলেন, 'বিজ্ঞানের প্রাকটিক্যাল (ব্যবহারিক) বিষয়ে পূর্ণ নম্বর পাওয়া যায়। বাণিজ্যের বিষয়গুলোতেও পূর্ণ নম্বর পাওয়া যায়। কিন্তু মানবিকের বিষয়গুলো পুরোপুরি লিখিত পরীক্ষা। এজন্য মানবিকে ফল কিছুটা খারাপ হয়।'